তারিখ 17 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

028

পাঠ্য বই ঃ অনেক ক্ষতি হয়েছে

টেক্সট বুক বোর্ডের পাঠ্য বই কেলেংকারি সম্পর্কে ঢাকা মহানগরী শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ৫০ জন শিক্ষকের এক যুক্ত বিবৃতি গতকাল দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের জবাব দিতে গিয়ে বিনামূল্যের বই বিতরণ, বোর্ড প্রকাশিত বইয়ের ভুল-ভ্রান্তি ইত্যাদি সম্পর্কে কতিপয় পুরাতন অভিযোগ নতুন করে তুলে ধরেছেন। অভিযোগগুলো সত্যিই অত্যন্ত মারাত্মক।

জাতির ভবিষ্যৎ আশা-ভরসারস্থল আমাদের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে শিক্ষা বছর শুরু হওয়ার সাথে সাথে পাঠ্য বই পৌছুক, সে বই হোক সুরুচিপূর্ণ, পরিচ্ছন্ন, নির্ভুল ও উন্নতমানের এটা সকলেরই কাম্য। সরকারও এটা চান এবং এজন্যই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড নামের এই বিশাল সংস্থার সৃষ্টি এবং এর পেছনে কোটি কোটি টাকার অর্থ ব্যয়। কিন্তু এই সংস্থাটি যে ফল প্রসব করে চলছে তাতে প্রতি বছর পাঠ্য বই নিয়ে যে কেলেংকারি, ছাত্র ও অভিভাবকদের যে উৎকণ্ঠা, হয়রানি এবং শিক্ষার মানের যে মারাত্মক অবনতি ঘটছে তাতে মনে হয় এ সংস্থাটির জন্ম না নেয়াই বুঝি ভাল ছিল।

উক্ত বোর্ড কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাগণ প্রতিটি ছাত্রের হাতে যথাসময় বই তুলে দেয়ার অংগীকার যত দৃঢ়তার সাথেই প্রচার করুন না কেন, কোন দিনই তাঁরা সে অংগীকার রক্ষা করতে পারার নজির তুলে ধরতে পারেননি। এক দিকে বিনামূল্যে বইয়ের জন্য হাহাকার চলছে অপর দিকে উচ্চ মূল্যে সে বই-ই বাজারে বিক্রি হচ্ছে এর সচিত্র প্রতিবেদনও জাতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়। বিনামূল্যে দূরে থাক, মূল্য দিয়েও পাঠ্য বই সংগ্রহে ব্যর্থ হতে হচ্ছে হরহামেশা। সেশন শুরুর ৭/৮ মাস পরে বই পাওয়া, আংশিক বই পাওয়া এবং আদৌ বই না পাওয়ার ঘটনা মোটেই নতুন কিছু নয়। এ সব অনিয়ম ও অব্যবস্থার পেছনে কারণ হিসেবে সম্মানিত শিক্ষকগণ যে রহস্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন—অবিলম্বে তার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

দেশে বহুসংখ্যক উন্নতমানের ছাপাখানা থাকা সত্ত্বেও এবং দায়িত্ব প্রদান করলে তারা যথাসময় সমুদয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম হলেও—লেটার হেড ও নামসর্বস্ব ছাপাখানায় বই ছাপতে দেয়ার ফলে যদি সর্ট সাপ্লাই, বিতরণে অনিয়ম, বিলম্ব ও ব্যর্থতা হয় এবং এর নেপথ্যে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান ও বোর্ডের কিছু সংখ্যক লোকের অবৈধ সম্পর্কের রহস্য যদি উদ্‌ঘাটিত হয়েই পড়ে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। আসলে সর্ষের মধ্যে যে ভূত ঢুকেছে সে ভূতকে তাড়াতে না পারলে সরকারের যতই সদিচ্ছা থাকুক না কেন, বিনামূল্যের বই যথাসময় ছাত্রদের হাতে কোনকালেই পৌছবে না।

অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ সঙ্গতভাবেই এ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, প্রথমে ভুল জ্ঞানদান করে পরে তা সংশোধন করাটাই কি বিশেষজ্ঞদের কাজ? তাই যদি হয়, তবে পরবর্তী বছরের ছেলেগণ না হয় সঠিক জ্ঞান লাভ করল কিন্তু যে লাখ লাখ কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রী বইয়ের ভ্রান্তির দরুন লাভ করল ভ্রান্ত জ্ঞান তা সংশোধন করা যাবে কি উপায়ে? এ সম্পর্কে টেক্সট বুক কর্তৃপক্ষের হাতে কোন ব্যবস্থাপত্র আছে কি?
অপরাধ ঢাকা দেয়ার জন্য সাফাই, কৈফিয়ত, যুক্তি সকলেই পেশ করতে চান। টেক্সট বুক বোর্ডও তেমনটি চাইবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে ভ্রান্তনীতি, দুর্নীতি, কর্তব্যে অবহেলা, দায়িত্বহীনতা ও বখরা ভাগাভাগির যে সব অভিযোগ উঠছে কেবল সাফাই গেয়েই কি তা এড়ানো যাবে? বইয়ের অভাবে যে অগণিত ছেলের জীবন নষ্ট হল, ভ্রান্ত জ্ঞান পরিবেশন করে যাদের সর্বনাশ করা হল, জাতির যে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করা হল, সে ক্ষতি পূরণ করবে কে?